“বাংলাদেশ পানি আইন-২০১২” এর খসড়া প্রকাশ

“বাংলাদেশ পানি আইন-২০১২” খসড়া ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ওয়েবসাইটের ঠিকানা: www.mowr.gov.bd এবং www.warpo.gov.bd

আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে আগামী ৩১-০৩-২০১২ তারিখের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মহাপরিচালক
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
বাড়ি নং-১০৩, সড়ক নং-১, ব্লক-এফ,
বনানী, ঢাকা-১২১৩।
টেলিফোন : ৯৮৮০৮৭৯
ফ্যাক্স : ৯৮৮৩৪৫৬
E-mail: dg@warpo.gov.bd

সীমিত

চূড়ান্ত খসড়া
ফেব্রুয়ারি, ২০১২

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২

(প্রস্তাবিত)

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	:	প্রারম্ভিক	০১
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	পানি সম্পদ প্রশাসন এবং আইন বলবৎকরণ	০৪
তৃতীয় অধ্যায়	:	পানির মালিকানা, বণ্টন এবং ব্যবহারের অধিকার	০৭
চতুর্থ অধ্যায়	:	পানি সম্পদের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা	০৯
পঞ্চম অধ্যায়	:	নদ-নদী, প্লাবন ভূমি, জলাধার/জলাশয় সংরক্ষণ, ভরাট নিয়ন্ত্রণ ও পুনরুদ্ধার	১০
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন	১২
সপ্তম অধ্যায়	:	অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১৩
অষ্টম অধ্যায়	:	সাধারণ বিধানাবলী	১৪
নবম অধ্যায়	:	অপরাধ, শাস্তি, জরিমানা ও আপীল	১৫

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২

পানি সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, দক্ষ ও কার্যকরী ব্যবহার এবং সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য গৃহীত জাতীয় পানি নীতি, **১৯৯৯** কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রণীত *আইন*।

যেহেতু, পানির প্রাপ্যতা একটি মৌলিক **অধিকার** এবং পানি একটি সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ; ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, **কৃষি ও শিল্প উৎপাদন** এবং নগরায়নের প্রেক্ষিতে পানির চাহিদাও ক্রমবর্ধমান বিধায় পানির যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ নাই; এবং

যেহেতু, দেশের জনস্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ **এবং ক্রমবর্ধমান জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি রোধের** জন্য পানি সম্পদের সমন্বিত, টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, **সুষম** বণ্টন, দক্ষ জনকল্যাণকর ব্যবহার এবং সুরক্ষা ও সংরক্ষণ প্রয়োজন; এবং

যেহেতু, জাতীয় পানি নীতি, **১৯৯৯** বাস্তবায়নের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করা সমীচীন এবং প্রয়োজন;
সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণীত হইল :

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন :**

(১) এই আইন বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) **ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।**

(৪) ***অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।***

২। **সংজ্ঞা :**

(১) বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) ''অবৈধ দখল'' বলিতে আইনানুগ কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি অথবা **হস্তান্তর,** কর্তৃত্ব এবং আবশ্যকমত আইনানুগ দলিল সম্পাদন ব্যতীত কোন জলাধার/জলাশয়ের তীরে অথবা ভিতরে কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কর্তৃক কোন স্থাপনা নির্মাণ করা, ভরাট করা অথবা কোন স্থাপনা নির্মাণ ব্যতীত জলধারের দখল বজায় রাখা, অথবা ***বৈধ দখলের*** সময়সীমা শেষ হওয়ার পরও **আইনানুগ এখতিয়ার বর্হিভূতভাবে** তাহা নিজ দখলে রাখা, অথবা জলাধার/জলাশয়ের জলজ, প্রাণীজ, প্রাকৃতিক সম্পদ নিজ স্বার্থে ব্যবহার করা অথবা ব্যবহারের অভিপ্রায়ে বেআইনীভাবে নিজ কর্তৃত্বে রাখা বুঝাইবে;

(খ) ''আইন'' বলিতে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ কে বুঝাইবে;

(গ) ''উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ'' বলিতে এই আইনের অধীনে কোন নির্দিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদন অথবা কোন দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটি বা নির্ধারিত কোন সংস্থাকে বুঝাইবে;

(ঘ) ''খাল'' বলিতে পানির অন্তঃপ্রবাহ বা বহিঃপ্রবাহের জন্য প্রাকৃতিক অথবা মনুষ্য সৃষ্ট পানি প্রবাহ পথকে বুঝাইবে;

(ঙ) "জলাভূমি (Wetland)" বলিতে স্থলজ ও জলজ প্রতিবেশের মাঝামাঝি প্রতিবেশগত ভূমি বুঝাইবে যেখানে ভূগর্ভস্থ পানির উপরিতল ভূমিতলের সমান বা কাছাকাছি থাকে অথবা ভূমি সময়ে সময়ে স্বল্প গভীরতায় নিমজ্জিত থাকে এবং যেখানে সাধারণত এমন উদ্ভিদাদি **জন্মাইতে** পারে যে উদ্ভিদাদি সম্পূর্ণভাবে **ভিজা** মাটিতে জন্মায় এবং টিকিয়া থাকে;

(চ) ‘‘জলাশয়/জলাধার’’ বলিতে নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড়, দীঘি, ঝর্ণা, বৃষ্টি অথবা সর্বশেষ অন্য কোন উৎস হইতে সৃষ্ট অথবা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিমভাবে ভূ-পৃষ্ঠে সৃষ্ট অথবা খননকৃত জলপ্রবাহ অথবা সরকার, স্থানীয় সরকার অথবা কোন সংস্থা কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা জলাশয়/জলাধার, বন্যা প্রবাহ ও ধারণ এলাকা হিসাবে ঘোষিত অথবা চিহ্নিত এমন কোন এলাকাকে বুঝাইবে;

(ছ) ‘‘জলস্রোত’’ বলিতে নদী, ঝর্ণা, খাল, প্রাকৃতিক অথবা মনুষ্য সৃষ্ট জলপথকে বুঝাইবে যেখানে নিয়মিতভাবে বা বিরতিতে একটি আর্দ্র ভূমি, হ্রদ অথবা **জলাধার** হইতে পানি প্রবাহিত হয়;

(জ) ‘‘টেকসই উত্তোলন’’ বলিতে পানির জৈব, রাসায়নিক এবং ভৌত অবস্থার রক্ষণাবেক্ষণসহ পানির উৎসের দীর্ঘ সময়ের সামাজিক ব্যবস্থার কোন প্রকার ক্ষতি না করিয়া বিদ্যমান পানির কাংখিত পরিমাণ অপসারণকে বুঝাইবে;

(ঝ) ‘‘নিরাপদ উত্তোলন’’ বলিতে পানিধারক স্তর হইতে পানি উত্তোলনের পরিমাণকে বুঝাইবে যাহাতে উৎসে পানি সরবরাহ হ্রাস না পায় এবং এই উত্তোলনের ফলে যাহাতে পানিধারক স্তর, পানির গুণগতমান অথবা পরিবেশের কোন ক্ষতি না হয়;

(ঞ) “নদ-নদীর অববাহিকা (Catchment)” বলিতে নদ-নদী, খাল ইত্যাদি দ্বারা যে অঞ্চল অথবা অঞ্চলসমূহের উপর বৃষ্টি, বরফ, তুষারপাতসহ ভূগর্ভস্থ জলাধারের পানি নদীতে পতিত হয় সেই অঞ্চল ও অঞ্চলসমূহকে বুঝাইবে;

(ট) ‘‘নির্বাহী কমিটি ’’ বলিতে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটিকে বুঝাইবে;

(ঠ) “পরিষদ” বলিতে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদকে বুঝাইবে;

(ড) ‘‘পানি দূষণ’’ বলিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পানির ভৌত, রাসায়নিক অথবা জৈব গুণাবলীর **ক্ষতিকর** পরিবর্তনকে বুঝাইবে;

(ঢ) “পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান” বলিতে **উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত** অববাহিকা ভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন, পানি ব্যবহারকারী সমিতি, পানি ব্যবস্থাপনা বা পানি সেবা প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত **সংস্থাকে** বুঝাইবে;

(ণ) “পানি সম্পদ” বলিতে ভূপৃষ্ঠস্থ পানিসহ বিভিন্নভাবে পুঞ্জীভূত পানি, ভূগর্ভস্থ পানি, বৃষ্টির পানি, জলস্রোত, নদীর মোহনা, পানিধারক স্তর, আর্দ্র ভূমি, জলাশয়/**জলাধার**, উপকূলীয় পানির বিস্তৃতিসহ পানির যে কোন প্রকার ভান্ডারকে বুঝাইবে যাহা পুঞ্জীভূত পানির অন্যান্য উৎসগুলি সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইবে;

(ত) ‘‘পানি ***সংকটাপন্ন*** এলাকা’’ বলিতে পানির **মৌলিক চাহিদা অনুযায়ী প্রাপ্যতা অপ্রতুল এলাকা** অথবা পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ***সংকটাপন্ন*** এলাকা অথবা বিদ্যমান পানির গুণগতমানের প্রকট সমস্যা **প্রবণ** এলাকাকে বুঝাইবে;

(থ) **‘‘প্লাবন-ভূমি’’ বলিতে নদ-নদী, হ্রদ, কিংবা সমুদ্র উপকূলের সাথে সংযুক্ত ভূমি যাহা সাধারণত শুষ্ক থাকে; কিন্তু গড় বৎসরে (ন্যূনতম ১০ বৎসরে একবার) পানি দ্বারা প্লাবিত ভূমিকে বুঝাইবে;**

(দ) **‘‘পানিধারক স্তর (Aquifer)’’ বলিতে ভূগর্ভস্থ শিলা অথবা মৃত্তিকা স্তরের এমন স্তরকে বুঝাইবে যাহা পানি ধারণ এবং পরিবহণ করিতে পারে এবং যেখান হইতে পানি কাজে লাগানো যায় অথবা পানি উত্তোলন করা যায়।**

(ধ) ‘‘ফোরশোর’’ **(Foreshore)** বলিতে বৎসরের যে কোন সময় ভরা কাটাল জোয়ার (Ordinary spring tide) এর সময় নদীর সর্বনিম্ন পানি স্তর (low water mark) হইতে সর্বোচ্চ পানি স্তর (high water mark) এর মধ্যবর্তী অংশ এবং The Port Act, 1908 অনুযায়ী গেজেটে ঘোষিত নদী বন্দর ও সমুদ্র বন্দর এলাকায় সর্বোচ্চ পানি স্তর

(high water mark) হইতে নদীর তীর ৫০ মিটার এবং অন্যান্য এলাকায় ইহা সর্বোচ্চ পানি স্তর হইতে ১০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাকে বুঝাইবে;

(ন) ''বাঁওড়'' বলিতে খুরাকৃতির এক প্রকার হ্রদকে বুঝাইবে যাহা সময়ের বিবর্তনে ধীরে ধীরে নিজের স্রোতধারা পরিবর্তন করে;

(প) ''বিল'' বলিতে প্রাকৃতিক নীচু জায়গা অথবা বৃত্তাকার এলাকাকে বুঝাইবে যাহা বৃষ্টিপাত বা নদীর পানির দ্বারা প্লাবিত হয় **এবং** যাহা সারা বৎসর পানিতে নিমজ্জিত থাকে অথবা **বৎসরের** আংশিক সময় আংশিক বা পূর্ণ শুষ্ক থাকে;

(ফ) ''বাঁধ'' বলিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন অথবা পানি ধারণের জন্য মাটি অথবা অন্যান্য পুর নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার **করিয়া** নির্মিত ও ব্যবহৃত ড্যাম, ওয়াল (wall), ডাইক, বেড়ী বাঁধ, নদী তীরের বাঁধ অথবা অন্য কোন আইনে সংজ্ঞায়িত বাঁধকে বুঝাইবে;

(ব) ''বর্জ্য'' বলিতে যে কোন কঠিন বা তরল **বা তেজষ্ক্রিয়** পদার্থ গলিয়া বা পানিতে বাহিত হইয়া (তলানী সহ) এবং যাহা পরিমাপ, গঠন এবং আচরণে এমনভাবে ভূমি অথবা পানির উৎসে জমে অথবা মিশ্রিত হয় যাহাতে সারা বৎসর অথবা বৎসরের কোন সময়ে পানির প্রাকৃতিক বা রাসায়নিক গুণগত মানের ক্ষতি বা অন্য কোন প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় তাহাকে বুঝাইবে;

(ভ) ''ভূমি'' বলিতে 'রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ২(১৬) ধারায় সংজ্ঞায়িত ভূমিকে বুঝাইবে;

(ম) ''ভূগর্ভস্থ পানি'' বলিতে ভূপৃষ্ঠের নীচের পানিকে বুঝাইবে, যাহা যে কোন ভাবে কোন নির্ধারিত জলাশয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় অথবা ভূপৃষ্ঠের উপর প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উপায়ে উত্তোলন করা যায়;

(য) ''ভূপরিস্থ পানি'' বলিতে **জলাশয়/জলাধার,** পুকুর, হ্রদ, জলস্রোত, বিল, ঝিল এবং নদীসহ ভূমির উপরিভাগের পানিকে বুঝাইবে;

(র) **"মোহনা (Estuary)" বলিতে বুঝাইবে আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে *প্রবহমান* একটি জলস্রোত যাহা স্থায়ীভাবে অথবা পর্যায়ক্রমে সমুদ্রমুখী এবং যাহার মধ্য দিয়া ভূমি হইতে স্বচ্ছ পানি সমুদ্রের পানিতে মিশ্রিত হয় এবং যাহা পরিমাপযোগ্য।**

(ল) ''সংরক্ষণ'' বলিতে পানির ব্যবহার ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা, পানির দক্ষ ব্যবহার, প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ব্যবহৃত পানি পুনঃব্যবহারের উপযোগী করিয়া তোলা (recycling), পুনঃপৌনিক ব্যবহার, অপচয়রোধ, দূষণ প্রতিরোধ প্রভৃতি কার্যক্রমকে বুঝাইবে;

(শ) ''হাওড়'' বলিতে দুইটি ভিন্ন নদীর মধ্যস্থলে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট কড়াই আকৃতির বৃহদাকার নিম্নভূমিকে বুঝাইবে।

(২) এই আইনে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ এবং বাচনভঙ্গীর সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয় নাই সেইগুলির ক্ষেত্রে প্রাসংগিক আইনে তাহাদের উপর আরোপিত অর্থ প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
পানি সম্পদ প্রশাসন এবং আইন বলবৎকরণ

৩। **জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ**

(১) **এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে *সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে* একটি** জাতীয় পানি সম্পদ **পরিষদ গঠন করিবে । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই পরিষদের সভাপতি হইবেন;**

(২) 'জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ' সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পরিষদ হিসাবে কাজ করিবে।

৪। **জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি**

(১) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে;

(২) *সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্বাহী কমিটির গঠন ও ইহার কার্যপরিধি নির্ধারণ করিবে।*

(৩) ***নির্বাহী কমিটি*** *জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদকে* ***সার্বিক*** *সহায়তা প্রদান করিবে।*

৫। **পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ভূমিকা ও দায়িত্ব**

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) নির্বাহী কমিটি এর সচিবালয় হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে।

৬। **সামষ্টিক পরিকল্পনা**

জাতীয় অভিষ্ট লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে **পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)** দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবহারের জন্য কৌশলগত নির্দেশনামূলক সামষ্টিক পরিকল্পনা/জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন/**হালনাগাদ** করিবে।

৭। **নদী অববাহিকা ভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা**

(১) এক বা একাধিক প্রধান নদীর **আওতাধীন** পানি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অববাহিকা ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণের প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে;

(২) বন্যা, খরা ও পানি দূষণের স্বাভাবিক ও আকস্মিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সরকার প্রতিবেশী **দেশগুলির** সঙ্গে তথ্য বিনিময়, পানি সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পানি সম্পদের দীর্ঘ মেয়াদি ব্যবস্থাপনার **বিষয়ে** প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবে।

৮। **আইন বলবৎকরণ ও প্রয়োগ**

(১) বিষয়ের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে বিদ্যমান পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা অথবা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সংস্থা সার্বিকভাবে এই আইন প্রয়োগকারী, সমন্বয়কারী ও **ব্যবস্থাপক** হিসাবে কাজ করিবে।

(২) সরকার কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত সংস্থা/সংস্থাসমূহ পানি ব্যবহারের জন্য অনুমতিপত্র প্রদান করিবে।

(৩) পানি ব্যবহারের অনুমতিপত্র মঞ্জুরের শর্তাবলী, আন্তঃসংস্থা বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে। সরকার আন্তঃসংস্থা বিরোধ নিষ্পত্তির কর্তৃত্ব কোন সরকারি সংস্থা অথবা দপ্তরকে অর্পণ করিতে পারিবে।

(৪) এই আইনের অধীনে সরকার পানি সম্পর্কিত ট্রাইবুনাল স্থাপন করিতে পারিবে এবং ট্রাইবুনালের পরিচালনা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৫) এ আইনে উল্লেখিত ক্ষমতার **বাহিরেও** জনস্বার্থে সরকার পানি সম্পদ সংরক্ষণে, ব্যবস্থাপনায় এবং নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় যে কোন আদেশ দানে অথবা পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

৯। এই আইন বলবৎকরণের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহের ক্ষমতা

এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরকার কর্তৃক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত **সংস্থা/**সংস্থাসমূহ যে কোন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হইতে যে কোন প্রতিবেদন, ম্যাপ, দলিল অথবা যে কোন তথ্য-উপাত্ত সরবরাহের জন্য ফরমায়েস করিতে পারিবে এবং জরিপ পরিচালনা ও পানি বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান করার জন্য কর্তৃত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ তাহাদের কার্যাবলী সম্পাদনকল্পে প্রয়োজনে যে কোন ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারিবে।

১০। পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের প্রতি নির্দেশনা

সরকার যে কোন পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানকে ইহার নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগে অথবা উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ম সম্পাদন এবং প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পিত ক্ষমতা, দায়িত্ব বিষয়ে নির্দেশনা দিতে পারিবে। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১১। বিরোধ নিরসনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ার

(১) বিদ্যমান যে কোন আইনে এই বিষয়ে কোন কিছু ভিন্নভাবে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে এই আইনের ***বিধান*** মোতাবেক পানি বণ্টন, **পানির** সদ্ব্যবহার, অনুসন্ধান, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ, সংস্কার **ও** সংরক্ষণ সম্পর্কিত সমস্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আইনগত অধিকার থাকিবে। ***বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এই অধিকার প্রয়োগ করিবে।***

(২) এই আইনের অধীনে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে অথবা কোন কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় অথবা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত যে কোন কর্তৃপক্ষ, আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অথবা অন্য কোন সরকারি অথবা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে এবং এই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সংস্থা অথবা কর্তৃপক্ষ অনুরূপ সাহায্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

১২। ***পানি সংক্রান্ত কর্মসূচি এবং প্রকল্প গ্রহণ***

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পূর্ব সম্মতি ব্যতীত পানি সম্পদের বণ্টন ও ব্যবহার, আহরণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সুরক্ষা ***এবং প্রবহমান পানির উপর কোন অবকাঠামো নির্মাণের*** বিষয়ে কর্মসূচী/প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না। ***বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।***

১৩। **আপীল**

এই আইন বা বিধি অনুসারে প্রদত্ত কোন নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি/**প্রতিষ্ঠান** সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি **বা উক্ত প্রতিষ্ঠান** উক্ত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
পানির মালিকানা, বণ্টন এবং ব্যবহারের অধিকার

১৪। **মালিকানা**

নিম্নবর্ণিত পানি এবং পানি সম্পদের মালিকানা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের উপর অর্পিত থাকিবে:

(ক) দেশের অভ্যন্তরে সব ধরণের ভূপরিস্থ পানি (যেমন সকল **নদ**-নদী এবং প্রাকৃতিক তলদেশ, খাল, বিল, হাওড়, বাঁওড় এবং পানির অন্যান্য সকল জলাধার/জলাশয়);

(খ) অবিরাম অথবা সবিরাম (Continuous or Intermittent) ঝর্ণা এবং প্রাকৃতিক জলরাশি;

(গ) ভূগর্ভস্থ পানি; এবং

(ঘ) দেশের সমুদ্রসীমার পানি।

১৫। **পানি সম্পদ বণ্টন**

(১) সরকার, জাতীয় ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থে, পানির প্রাপ্তি সাপেক্ষে চাহিদার আলোকে অগ্রাধিকারমূলকভাবে ভূপরিস্থ/ ভূগর্ভস্থ পানি বণ্টন কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(২) **সাধারনভাবে অগ্রাধিকারভিত্তিতে** নিম্নবর্ণিত ব্যবহারের জন্য পানি বন্টন করা যাইবে -

(ক) পানীয় জল সরবরাহ (খ) গৃহস্থালী কাজ **(গ) কৃষি কাজ (ঘ) মৎস্য চাষ (ঙ) পরিবেশ (চ) বন্য প্রাণী (ছ) নৌ-চলাচল (জ) নদীতে পানি প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখা (ঝ) শিল্প (ঞ) লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ (ট) শক্তি উৎপাদন (ঠ) বিনোদন ও (ড) অন্যান্য**

(৩) সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থা ও জনগণের মতামতের ভিত্তিতে উল্লিখিত পানি বণ্টন অগ্রাধিকার পরিবর্তন করা যাইবে ।

(৪) বণ্টন হইতে অব্যাহতি - ***জাতীয় বা স্থানীয় জনস্বার্থ ক্ষুন্ন না হইলে যে কোন এলাকার ভূপরিস্থ/ ভূগর্ভস্থ পানিকে সরকার এই বণ্টন অগ্রাধিকারের আওতা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।***

১৬। **পানি ব্যবহারের অধিকার**

(১) পানি ব্যবহারের মৌলিক অধিকার - সুপেয় পানি এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় পানি গ্রহণ জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত হইবে। এই অধিকার রক্ষার্থে পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশনে বেসরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে **সরকার** প্রয়োজনীয় বিধিবিধান ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো **গঠন করিবে** ।

(২) প্রাকৃতিক পানি ব্যবহারের স্বাভাবিক অধিকার -এই আইনে, যে কোন ব্যক্তি গৃহস্থালী কাজে এবং সাধারণ কৃষিকাজে প্রাকৃতিক জলাধার/জলাশয়ের পানি ব্যবহারের **সীমিত** অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন **বলিয়া** গণ্য **হইবেন**।

(৩) বিদ্যমান বিধিসম্মত ব্যবহার - এই আইন কার্যকর হওয়ার পূর্ব হইতে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে চলমান/বিদ্যমান পানি ব্যবহার এই আইনের দ্বারা সীমিত, বারিত, নিয়ন্ত্রিত অথবা বাতিল করা না হইলে তাহা আইনানুগ ব্যবহার হিসাবে গণ্য হইবে।

১৭। **পানির সংকটাপন্ন এলাকা চিহ্নিতকরণ**

সরকার দেশের পানির ***সংকটাপন্ন*** এলাকা চিহ্নিত করিয়া ঘোষণা *দিতে **পারিবে*** যাহাতে পুনর্ভরণযোগ্য (Rechargable) ভূগর্ভস্থ পানিধারক স্তরকে টেকসই পর্যায়ে রাখা সম্ভবপর হয়। **সরকার পানির *সংকটাপন্ন*** এলাকাগুলিতে পানির অনুসন্ধান এবং সদ্ব্যবহার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ *করিতে **পারিবে***।

চতুর্থ অধ্যায়
পানি সম্পদের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা

১৮ পানির যথাযথ ব্যবহারের জন্য আঞ্চলিক বিভক্তিকরণ

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়পূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের পানি সম্পদের কার্যকর এবং টেকসই ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ***কৃষি,*** শিল্প, ঈষৎ লোনা পানিতে মৎস্য চাষ (ব্রাকিশ একুয়াকালচার), হেচারীসহ নির্দিষ্ট অঞ্চল চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করি**তে পারিবে** এবং গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাধারণ্যে প্রকাশ *করি**তে পারিবে**।*

১৯। পানির সমন্বিত ব্যবহার

সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব হ্রাস এবং ইতিবাচক সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে **সেচসহ সকল প্রকার কৃষি কাজ** এবং নগর পানি সরবরাহ পরিকল্পনায় বৃষ্টির পানির সর্বাত্মক ব্যবহারসহ ভূপরিস্থ এবং ভূগর্ভস্থ পানির সমন্বিত ব্যবহার, সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ অবশ্যই বিবেচনায় আনিবে।

২০। ক্ষতিকর বস্তু হইতে পানি প্রবাহ রক্ষা

কোন নলকূপের পানিতে ক্ষতিকর মাত্রায় খনিজ পদার্থ অথবা মানুষ, জীবজন্তু, কৃষি এবং গাছপালার জন্য ক্ষতিকর অন্য কোন বস্তু পাওয়া গেলে সেই পানি যাহাতে জমি অথবা ভূপরিস্থ পানিতে অথবা মৃত্তিকার কোন পানিধারক স্তরে অথবা কঠিন শিলা স্তরে প্রবাহিত হইতে না পারে উহা প্রতিরোধের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে।

২১। পানি সম্পদের দূষণ প্রতিরোধ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০১০ এর ব্যত্যয় ঘটাইয়া যে কোন প্রকার বর্জ্য অবমুক্ত করিয়া কেহ পানি দূষিত করিতে পারিবে না।

২২। হাওর-বাঁওড় ও জলাভূমি সংরক্ষণ

প্রাকৃতিক জলাশয় যেমন হাওড়, বাঁওড়, বিল ও জলাভূমি যাহা পানিপ্রবাহ বিস্তার অথবা অভিবাসী পাখির আবাসস্থলের জন্য যথাযথভাবে সংরক্ষিত সেই সকল জলাশয়ে নিষ্কাশন প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিহার করিতে হইবে।

২৩। পানি সম্পদ প্রকল্প ও পরিবেশ

জীব বৈচিত্র্য, জলজ পরিবেশ, মৎস্য আবাসস্থল এবং প্রাকৃতিক নিষ্কাশন পদ্ধতিকে বিবেচনায় না আনিয়া কোন সরকারি অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তি পানি সম্পদ সম্পর্কিত কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে না।

পঞ্চম অধ্যায়
নদ-নদী, প্লাবন ভূমি, জলাধার/জলাশয় সংরক্ষণ, ভরাট নিয়ন্ত্রণ ও পুনরুদ্ধার

২৪। নদ-নদীর ব্যবহার

(১) **উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত** কোন প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করিয়া অথবা ভরাট করিয়া নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি বা নদীর গতিপথ পরিবর্তন বা গতিপথ পরিবর্তনের চেষ্টা করা যাইবে না;

(২) প্রয়োজনবোধে বিদ্যমান অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর প্রতিবন্ধকতা অপসারণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(৩) নদ-নদী হইতে খনিজ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে **বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০১০ সহ অন্যান্য আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে ।**

২৫। নদ-নদীর উন্নয়ন

(১) **নদ-নদীর** নাব্যতা বজায় রাখার **এবং** পানি প্রবাহ নির্বিঘ্ন করার জন্য **উপযুক্ত** কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক যেখানে প্রয়োজন **নদ-**নদী খাল খনন বা ড্রেজিং সহ অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ***করিতে পারিবে।***

(২) **একাধিক** শাখায় বিভক্ত **নদ-**নদীর প্রবাহ উন্নয়নের স্বার্থে অথবা **নদীর তীর** ভাঙ্গন ***রোধের*** লক্ষ্যে অথবা ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য যথাযথ সমীক্ষার ভিত্তিতে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে **নদ-নদীর এক বা** একাধিক শাখা বন্ধ বা ভরাট করা যাইবে।

২৬। নদ-নদীর উপর নিয়ন্ত্রণ

(১) **বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থার জন্য প্রযোজ্য বিদ্যমান আইনের এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিধান/বিধানাবলী অক্ষুন্ন রাখিয়া বাংলাদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত সকল নদ-নদীর ব্যবস্থাপনা/নিয়ন্ত্রণ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকিবে।**

(২) নদী তীরবর্তী কোন ভূমি মালিকের ঐ নদীর তলদেশ এবং ফোরশোরের উপর কোন অধিকার থাকিবে না। যদি কোন মালিক নিজ সীমানা অতিক্রম করিয়া কোন স্থাপনা, ইমারত ইত্যাদি নির্মাণ করেন, তিনি অবৈধ দখলদার হিসাবে চিহ্নিত হইবেন এবং তাহার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে;

(৩) সরকারের অনুমোদন ব্যতীত উপকূলীয় নদীর মোহনার চ্যানেলসমূহের (উজান হইতে) স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্থ করে অথবা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে এইরূপ কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না ।

২৭। বন্যা ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ

(১) বন্যা ব্যবস্থাপনা বাঁধ নির্মাণ: নৈমিত্তিক/প্রাকৃতিক বন্যার কবল হইতে দেশের জনসাধারণ ও সম্পদ রক্ষার্থে অনুমোদিত বন্যা ব্যবস্থাপনা বাঁধ নির্মাণ বিশেষ করে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে এবং অভ্যন্তরীণ নদীর তীরে বন্যা ব্যবস্থাপনা বাঁধ নির্মাণ করা যাইবে।

(২) বন্যা ব্যবস্থাপনা বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ:

(ক) বন্যা ব্যবস্থাপনাকল্পে নির্মিত বাঁধের স্থায়িত্ব রক্ষার স্বার্থে নির্মিত বাঁধের উপর অথবা উভয় পার্শ্ব ঢালে অথবা বার্মে কোন প্রকার স্থায়ী আবাসিক এলাকা, ঘরবাড়ি, স্থাপনা/অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম সরকারের বিশেষ অনুমতি **ব্যতীত** সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকিবে;

(খ) বাঁধ মজবুতকরণ এবং সরকারের বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রচলিত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বাঁধের পার্শ্বে সুসংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে উপযুক্ত বৃক্ষ রোপণ করা যাইবে;

(গ) বাঁধের সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণকল্পে বন্যা ব্যবস্থাপনা বাঁধ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সড়ক/রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করা যাইবে;

ষষ্ঠ অধ্যায়
পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন

২৮। **অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদান**

প্রকল্পের কার্যকর পানি বন্টন নিশ্চিতকরণ, পানি সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প অথবা পদ্ধতির (System) সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সর্বোপরি টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার **লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত** পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন কে **দায়িত্ব** প্রদান **করা যাইবে** ।

২৯। **পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠনের নিয়মাবলী**

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠনের গঠন, নিবন্ধনের প্রকৃতি, কার্যাবলী সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

সপ্তম অধ্যায়
অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৩০। পানি ব্যবহারের মূল্য নীতি প্রণয়ন:

(১) পানির অপচয় ও অপব্যবহার রোধকল্পে এবং ইহার সুষম ও সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার পানি ব্যবহারের মূল্য নীতি প্রণয়ন *করিতে পারিবে।* এই মূল্য নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে;

(ক) পানি ব্যবহারে মূল্য নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পানির চাহিদা ও সরবরাহের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হইবে;

(খ) পানির মূল্য কাঠামো পানি সরবরাহকারী ও সেবা ভোগী জনসংখ্যার প্রয়োজনীয়তা ও সামর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে;

(গ) পানি ব্যবহারের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গতভাবে পানি সরবরাহের প্রকৃত খরচ, পরিবেশ সংরক্ষণের খরচ ইত্যাদি প্রতিফলিত হইবে;

(ঘ) মৌলিক চাহিদা পূরণে প্রাকৃতিক জলাধার/জলাশয়ের পানির ব্যবহার নিশ্চিত থাকিবে;

(ঙ) দরিদ্র এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত পানির মূল্য যুক্তিসঙ্গতভাবে কম হইবে;

(চ) গৃহস্থালী ও সাধারণ কৃষি কাজে ব্যবহৃত পানির মূল্য-অব্যাহতি থাকিবে; তবে কোন সরকারী/বেসরকারী সংস্থা বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত পানির সেবা মূল্য উক্ত সংস্থা নির্ধারণ *করিতে পারিবে;*

(ছ) সেচ প্রকল্পে পানির কর/সেবা মূল্য বিদ্যমান সরকারী বিধি বিধান অনুযায়ী আদায় করা *যাইবে;*

(জ) পানির মৌলিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম মূল্য এবং বাণিজ্যিক ও শিল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্য ধার্য করা যাইবে।

(২) পানি ব্যবহারে মূল্য নীতির আলোকে পানি ব্যবহারের ধরণ, মূল্য আদায় পদ্ধতি, মূল্য হইতে অব্যাহতি ও বণ্টনজনিত বিষয় সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারণ *করিতে পারিবে।*

৩১। পানি শুল্ক কর্তৃপক্ষ

সরকার সময়ে সময়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে **এককভাবে অথবা** সমন্বিতভাবে পানি সরবরাহ, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ, উত্তোলন, পানি অভিঘাত প্রশমন, পয়ঃনিষ্কাশন এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য শুল্ক ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা অর্পন করিতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়
সাধারণ বিধানাবলী

৩২। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরনকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৩। **ভূ-সম্পদে প্রবেশ এবং পরিদর্শনের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষমতা**

(১) **এই আইনের বিধি-বিধানের ব্যত্যয় সংক্রান্ত অভিযোগ/তদন্ত কার্য পরিচালনার জন্য** সরকার যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি**/কর্মকর্তা** কে দপ্তরাদেশের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) *বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তা* ***এই ক্ষমতা*** *প্রয়োগ করিবে ।*

৩৪। **অর্থ আদায়ের পদ্ধতি**

এই আইন অথবা ইহার ***বিধিমালার*** অধীনে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ***পাওনা*** অর্থ **সরকারী পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ (Public Demand Recovery Act, 1913) তে অনুসৃত** পদ্ধতিতে আদায় করা ***যাইবে/***

নবম অধ্যায়
অপরাধ, শাস্তি, জরিমানা ও আপীল

৩৫। দন্ডযোগ্য অপরাধসমূহ

(১) বিদ্যমান আইনের বিধিবিধান সাপেক্ষে এই আইনের ৩৭ ধারার অধীনে **সংশ্লিষ্ট আদালত** নিম্নলিখিত কার্যাবলীর জন্য দন্ড প্রদান করিতে পারিবে-

(ক) এই আইনের অধীনে অনুমোদিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে পানি ব্যবহার করিলে;

(খ) এই আইনের অধীনে অনুমোদিত পানি ব্যবহারের যে কোন শর্ত মানিতে ব্যর্থ হইলে;

(গ) এই আইনের অধীনে জারিকৃত কোন নির্দেশ মানিতে ব্যর্থ হইলে;

(ঘ) বেআইনীভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলাবশতঃ কোন পানি কার্যক্রম অথবা রাষ্ট্রীয় বা **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত** মোহর অথবা পানি কার্যক্রমে ব্যবহৃত পরিমাপ যন্ত্রে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিলে;

(ঙ) এই আইনের অধীনে তথ্য প্রদানের প্রয়োজন হইলে **সেই ক্ষেত্রে** প্রয়োজনীয় উপাত্ত অথবা তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হইলে অথবা ভুল অথবা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রদান করিলে;

(চ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন আবশ্যক দাবি করিলে বিদ্যমান আইনসম্মত পানি ব্যবহার নিবন্ধন করিতে ব্যর্থ হইলে;

(ছ) এই আইনের অধীনে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বাধ্যবাধকতা অনুসরণে অসম্মতি প্রকাশ করিলে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহার অধিকার গ্রহণে অথবা বাধ্যবাধকতা অনুসরণে বাধা সৃষ্টি করিলে;

(জ) **ইচ্ছাকৃতভাবে** বে-আইনী ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া অথবা আইন লঙ্ঘন করিয়া কোন কর্মকান্ড সম্পাদনের দ্বারা পানি সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিলে;

(ঝ) পানি ব্যবহারের কোন নির্দিষ্ট মানদন্ড অবহেলা করিলে;

(ঞ) পানি অথবা পানির অধিকারের অননুমোদিত বিক্রি, ইজারা অথবা হস্তান্তর করিলে;

(ট) পানির সদ্ব্যবহার **বিঘ্নিত হয় এই ধরণের** যে **কোন ত্রুটিপূর্ণ** নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে;

(ঠ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া নলকূপ ব্যবহার করিয়া ভূগর্ভস্থ পানির সরবরাহ **অন্যত্র** পুনর্ভরণ করিলে;

(ড) পানি সংক্রান্ত সরকারের কোন আদেশ, আইন অথবা বিধি লংঘন **করিলে** অথবা **উহা** মানিতে অসম্মত হইলে;

(ঢ) কোন উম্মুক্ত খাল, নালা অথবা আধারে অবৈধভাবে পানি গ্রহণ অথবা ভিন্নমুখী করিলে;

(ণ) প্রাকৃতিক জলাধারে কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া মৎস্য, জলজ প্রাণী অথবা নৌচলাচলে বাধা প্রদান করিলে; এবং

(ত) পানি সম্পদের যে কোন অবৈধ দখল অথবা দূষণ করিলে;

(২) পানিকে যে কোন প্রকার বর্জ্য দ্বারা দূষিত করিলে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০১০ অনুসারে শাস্তিযোগ্য হইবে।

(৩) সরকার উপযুক্ত মনে করিলে পানি সংক্রান্ত অন্য যে কোন অবৈধ কাজ অথবা এই আইনের কোন ধারা লঙ্ঘনকে অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

৩৬। **কোম্পানী অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান /সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অপরাধ**

এই আইনের **৩৭** ধারার আওতায় একটি কোম্পানী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অথবা সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন আপরাধ সংঘটিত হইলে অপরাধ সংঘটনকালে কোম্পানী,ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অথবা সরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি উক্ত ব্যবসা পরিচালনার জন্য কোম্পানীর নিকট দায়বদ্ধ তিনি স্বয়ং এবং উক্ত কোম্পানী অপরাধের জন্য দায়ী হইবেন এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রধান/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়ী হইবেন।

৩৭। **পানি আইন লংঘনের শাস্তি, জরিমানা ও আপীল**

এই আইনের যে কোন ধারা লংঘনের জন্য নিম্নরূপ শাস্তি প্রদান করা যাইবেঃ

(১) অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ড;

(২) অর্থদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে কতিপয় ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা- Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তির উপর এই আইনের অধীনে অর্থদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে একজন প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট উপধারা-১ এ উল্লিখিত অর্থদন্ড আরোপ করিতে পারিবেন;

(৩) **এই আইনের যে কোন বিধান লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট আদালত উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;**

(৪) **ধারা ৩৭ এর অধীনে সাজাপ্রাপ্ত/দন্ডপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান উক্ত দন্ডের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে আপীল দায়ের করিতে পারিবে;**

(৫) **জরুরী এবং বিশেষ প্রয়োজনে এই আইন বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সরকার এই আইনের আওতায় কতিপয় অপরাধের বিচার ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে নিস্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে ।**

৩৮। **অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ**

সরকার কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোনো আদালত এই আইনের আওতায় কোন মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না।

৩৯। **সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কার্য**

সম্পাদিত কার্যক্রম রক্ষণ - এই আইনের আওতায় সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কার্যের ফলে কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান অথবা গোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হইলে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা/ কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা/কর্তৃপক্ষ/সরকারের কোন কর্মকর্তা অথবা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন আইনগত কার্যক্রম (Any Legal Proceedings) গ্রহণ করা যাইবে না।